R. N. No. 2532/57   Phone No. RGG.112   Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

স্কুল, কলেজ ও পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা পত্র, ফরম এবং নানা ডিজাইনের বিয়ে, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনের কার্ড আমাদের কাছে পাবেন।
পণ্ডিত ষ্টেশনারস্
রঘুনাথগঞ্জ

৭২শ বর্ষ.
৭ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৯২ সাল
৩রা জুলাই, ১৯৮৫ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲সডাক

পুর ফেরীঘাটে অনাচার, জুলুম বন্ধে পুরসভা নির্বিকার

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ পুরসভা প্রদত্ত সমস্ত সর্ত ও নিয়মবিধি লংঘন করে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের মধ্যে গঙ্গার উপর ফেরীঘাট দুটিতে যথেচ্ছাচার চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পারানীর কড়ি আদায়ে চালানো হচ্ছে অকথ্য জুলুমবাজী। জঙ্গিপুর পুরসভা নিয়ন্ত্রিত এই ফেরীঘাট দুটিতে ইজারাদারের এইসব অনাচারের কথা জেনেও জঙ্গিপুর পুরসভার ক্ষমতাসীন কর্ত্তারা নীরব রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ইজারাদারের এইসব জুলুমের বিরুদ্ধে সম্প্রতি একটি বিক্ষোভ মিছিলও বেরোয়। তাঁরা উপ-পুরপতির কাছে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে একটি স্মারকলিপিও দিয়েছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত ওই ফেরীঘাট দুটিকে পুরসভা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলতে বাধ্য করার ব্যাপারে কোনোরকম ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। অভিযোগ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ভয়েই নাকি পুরবোর্ড নিস্ক্রীয় হয়ে রয়েছেন। ঘাট ইজারার সর্ত হিসেবে ১৩নং কানুনে বলা রয়েছে, ইজারাদার নিজস্ব ব্যয়ে লোকজন, গাড়ী, জন্তু নামা বা উঠার রাস্তা নির্মাণ করবেন। ইজারাদার নৌকারোহীদের জন্য ঘাটের দুই পার্শ্বে একটি করে বিশ্রাম গৃহ, নৌকোয় নামাওঠার জন্য পাটাতন নির্মাণ এবং পারানীর নির্দ্দিষ্ট তালিকা প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখবেন। রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে মানুষ পারাপারের জন্য ৪ খানি, পশু পারাপারের জন্য ১ খানি বড় নৌকো (মেলানী) রাখা বাধ্যতামূলক। ওই ঘাটে কোনো ইঞ্জিন চালিত ষ্টিল বোর্ড ব্যবহার করা যাবে না বলেও ইজারা আইনে বলা রয়েছে। পুরসভার সর্তানুযায়ী ডোমপাড়া ফেরী ঘাটে একটি ষ্টিল বোট, গরুর গাড়ী ইত্যাদি পারাপারের জন্য ২ খানি (২×২) জোরশী নৌকো ২ খানি মেলানী (বড় নৌকো), ১ খানি বড় নৌকো এবং মানুষ ইত্যাদি পারাপারের জন্য ৪ খানি নৌকো সর্ব্বমোট ১১ খানি নৌকো ও ১টি ষ্টিল বোট রাখতে ইজারাদার (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

৩ উকিলের ন্যক্কারজনক আচরণে পুলিশ হতবাক

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জঙ্গিপুরের ৩ তরুণ আইনজীবীর ন্যক্কারজনক ভূমিকায় মহকুমার পুলিশ মহল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। ওই আইনজীবীরা নাকি পুলিশের হেফাজতে আটক একটি লরির মালিককে জবরদস্তি আটকে রেখে তার কাছ থেকে বিক্রী কবলা লিখিয়ে নিয়ে তার টাকা পয়সা গায়েব করতে চেষ্টা করেছিলেন। খবর পেয়ে এস ডি পি ও এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে ওই লরির মালিক তিন উকিলের খপ্পর থেকে মুক্তি পান। লরির মালিককে আপাততঃ পুলিশ ছেড়ে দিলেও ওই তিন আইনজীবীকে পুলিশ 'সন্দেহজনক ব্যক্তি' বলে চিহ্নিত করেছেন। যদিও এস ডি পিও জানান, এখনও পর্যন্ত ওই উকিলদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। পুলিশ জানায়, গত ২৮ জুন মোরগ্রাম পেট্রোল পাম্পের কাছে জনকয় ব্যক্তি W M H 1360 নম্বর যুক্ত (নম্বরটি ভূয়া) একটি খালি লরি আটক করে। ওই ব্যক্তিরা লরিটির কাছে ৮৮ হাজার টাকা দাবী করে। জানা যায়, ওই ব্যক্তিদের এক ট্রাক চোরাই গুঁড়ো দুধ ওই লরিতে করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথে কৃষ্ণনগরের কাছে লুঠ হয়ে যায়। এই লুঠের ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য নয় ভেবেই তারা লরিটিকে আটক করে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে লরিটিতে বৈধ কাগজপত্র না পেয়ে সাগরদীঘি থানায় নিয়ে যায়। পরদিন লরিটির মালিক বর্ধমান থেকে সাগরদীঘি থানায় গেলে তাঁকেও আটক করা হয়। এরপর সমগ্র ঘটনাটি জঙ্গিপুর আদালতের তিন আইনজীবীর কব্জায় চলে যায়। তাঁরা (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

ত্রুটিপূর্ণ মারকশীট

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১ জুলাই ঃ ফরাক্কা ব্যারেজ উচ্চতর বিদ্যালয়ে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল সম্বলিত যে মারকশীট পাঠানো হয়েছে, তা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। নামের ভুল তো আছেই, তা ছাড়াও কুড়ি শতাংশ পাশের যোগ্যতা সূচক নম্বর না পেয়েও পাশ ঘোষণা করা হয়েছে একটি ক্ষেত্রে এবং গ্রুপে চৌত্রিশ শতাংশ নম্বর না পেয়েও দুটি ক্ষেত্রে পাশ ঘোষিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলও ভুল। বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বলে (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

খুনের দায়ে দুই সহোদর ধৃত

রঘুনাথগঞ্জ ঃ আজ রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা পল্লীর দুই কিশোরকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, দুদিন আগে গঙ্গার জলে জনৈক কিশোরের মৃতদেহ পাওয়া যায়। কিশোরটির বাড়ি জঙ্গিপুর শহরে। এই মৃত্যুকে পুলিশ খুনের ঘটনা বলে সন্দেহ করে ফাঁসিতলা পল্লীর ওই দুই সহোদর কিশোরকে আটক করে। এনিয়ে শহর জুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নয়া পুরপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ প্রাক্তন উপ-পুরপতি পরমেশ পাণ্ডে শনিবার জঙ্গিপুর পুরসভায় ১০ জন কমিশনারের সমর্থন নিয়ে নতুন পুরপতি নির্বাচিত হয়েছেন। সি পি এমের ৪ জন ছাড়া সকলেই ওই দিনের জরুরী সভায় উপস্থিত থেকে শ্রীপাণ্ডের নির্বাচন সমর্থন করেন। পূর্ব্বতন পুরপতি হরিপ্রসাদ মুখারজির মৃত্যুতে ওই আসনটি শূন্য হয়। এই নিয়ে গত ৪ বছরে এই পুরসভায় ৪ বার পুরপতি বদল হল। জানা গেছে, মাস খানেকের মধ্যে পুরসভার উপ-পুরপতি পদটিরও পরিবর্ত্তন ঘটবে। ওই (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

জেরক্স ঘর   যোগাযোগ ঃ পণ্ডিত প্রেস ঃ রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৯২ সাল।

মর্মন্তুদ

গত ২৩ জুন রবিবার কানাডার মন্ট্রিল হইতে লণ্ডন হইয়া বোম্বাই ও দিল্লীগামী এয়ার ইণ্ডিয়ার জাম্বো জেট বিমান কণিষ্ক আয়ারল্যাণ্ডের আকাশপথে বিধ্বস্ত হইয়া সেই দেশের দক্ষিণ পশ্চিমে অতলান্তিক মহাসাগরে পতিত হয়। উক্ত অভিশপ্ত বিমানটির তিনশত উনত্রিশজন আরোহীর কেহই যে বাঁচিয়া নাই, তাহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এমন মর্মান্তিক শোকাবহ ঘটনা দুর্ঘটনা অথবা ধ্বংসসাধন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা এ পর্যন্ত না গেলেও নানা পরিপ্রেক্ষিত হইতে অনেকে মনে করেন যে, দ্বিতীয় কারণটি এতগুলি নিরপরাধ প্রাণ নিশ্চিহ্ন করিয়াছে। বিমানটির আয়ারল্যাণ্ডের হিথরো বিমানবন্দরে জ্বালানী লইবার কথা ছিল এবং সেইমত সংযোগ রক্ষা করিয়া কণিষ্ক ৩১ হাজার ফুট উপর দিয়া উড়িয়া আসিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ সে সংযোগ ছিন্ন হইয়া যায় এবং পরের ঘটনা আরও সংক্ষিপ্ত। এক খণ্ড পাথরের ন্যায় বিমানটি সমুদ্রগর্ভে পতিত হয়। অভিশপ্ত কণিষ্ক। দুর্ভাগ্য এতগুলি পুরুষ, নারী ও শিশুর যাহাদের আর কোন দিন ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে এক লহমায় সব শেষ হইয়া গেল। মাদ্রাজের বিজ্ঞানী তাঁহার প্রিয় পরিজনদের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিলেন না। বাংলাদেশের বিজ্ঞানী তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে চিরবিদায় দিয়াছেন। এইরকম আরও কত!

বিমানের অভ্যন্তরীণ কোন যান্ত্রিক গোলমাল দেখা দিলে বিমানচালক তাহা জানাইবার সুযোগ পান। এই বিমানের ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। এই হেতু মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে যে, বিমানটির কোনও স্থানে গোপনে রক্ষিত বোমার দ্বারা ইহাকে ধ্বংস করা হইয়াছে। প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায় যে, জাপানে একটি বিমান হইতে মাল খালাসের সময় একটি পেটিকাস্থিত বোমা ফাটে এবং তাহাতে দুইজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। দুইটি ঘটনা বিচার করিয়া উভয় বিমানকে ধ্বংস করিবার একটি চক্রান্তের যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কণিষ্ক ধ্বংস হইবার পরই কোন একটি শিখ উগ্রপন্থী দল স্ফীতবক্ষে ইহা তাহাদেরই কার্য বলিয়া সগর্বে প্রচার করিয়াছে।

যাহা হউক, কণিষ্ক ধ্বংসের ব্যাপারে তদন্ত কার্য শুরু হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আয়ারল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড সর্বপ্রকার সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে। নিরপরাধ মানুষদের জীবন লইয়া সন্ত্রাসের সৃষ্টির অপপ্রয়াসকে পৃথিবীর কোন সভ্য দেশই সমর্থন করিবেন না। আজ কণিষ্ক ও তাহার তিনশত উনত্রিশ জন আরোহীকে শেষ করিয়া দেওয়া হইল; কাল আর কোনটি শিকার হইতে পারে। সুতরাং বিমানযাত্রা ও বিমানচালনা সর্বদেশে সন্ত্রাসের কবলমুক্ত হউক— এই প্রতিজ্ঞা সকল দেশকে একযোগে গ্রহণ করিতে হইবে। অভিশপ্ত কণিষ্কের মৃত আরোহীদের পরিজনবর্গের সুগভীর শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

পোষ্ট অফিস গৃহ প্রসঙ্গে

গত ১৯শে জুন জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত "অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সাব পোষ্ট অফিস ধুঁকছে" শিরোনামায় সংবাদটি পড়ে অবাক হলাম। আমি গৃহের মালিক। পোষ্টাল সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেব আমাকে গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে যখন যা নির্দ্দেশ দিয়েছেন আমি তখনই তা পালন করেছি। এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে তাঁর কোন মনোমালিন্য হয়নি। এই মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের জন্য তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

শৈলেনভূষণ বণিক
জঙ্গিপুর

ধর্মঘট স্থগিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ধুলিয়ান : জঙ্গিপুর মহকুমা এম-আর ডিলার্স এ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাবিত ২৪ জুন থেকে লাগাতার ধর্মঘট পঃ বঃ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ডাইরেকটর-এর গত ১৭ জুন তারিখের ৬১২-ডি-আর নং পত্রে এম আর ডিলারদের দাবীগুলি আগামী ৫ জুলাই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক মাধ্যমে মীমাংসা করে নেবার প্রতিশ্রুতি দিলে স্থগিত রাখা হয়। প্রকাশ, উক্ত পত্রে এম আর ডিলারদের কমিশন ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে এবং কোন রেশন ডিলার মারা গেলে তাঁর ছেলে বা নিকট আত্মীয়কে আবশ্যিক ভাবে নিয়োগ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। বাকী ৪টি দাবী আগামী ৫ জুলাই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হবে।

পরমেশ্বরের জাগরণ

দুর্মুখ

রাম রাজত্ব আস্‌তে আস্‌তে এলো না। অধিবাসের আগেই তাকে দিগবাস হয়ে সব আশ ত্যাগ করে গুটগুট করে এগিয়ে আসা পদ যুগলকে আকুঞ্চিত করে বসে যেতে হলো ভূমিতলে জোড় হস্তে পরমেশ্বরের বরাভয় প্রদর্শিত মূর্ত্তির সমুখে। ঘাটকে কেন্দ্র করে পাকিয়ে উঠা ঘোঁট, আর তারসঙ্গে স্বার্থান্ধদের জোট শেষ পর্য্যন্ত পিছিয়ে গেলো এতে ভাল হলো কি মন্দ হলো পরে বোঝা যাবে। তবে এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে সৌরশক্তির আকর্ষণে ঘূর্ণায়মান নবগ্রহের এক গ্রহ ফৌত হওয়ায় আটের আঁট কমে গেছে। এখন যে জোড়া লাগলো এটা সাময়িক, ফলে ঘূর্ণনটা চললেও টাল খেতে খেতে চলবে, টালমাটাল অবস্থা ঘুচবে কিনা সন্দেহ জাগে। তবে এটা ঠিকই দুর্য্যোগটা আপাততঃ কেটে গিয়ে আবার সূর্য উঠেছে, তবে শক্তি ধার করতে হলো পরমেশ্বরের কাছ থেকে। বিপদ তারণের জন্য সাধনা করতে হলো বিপন্ন দেবতাদিকে ক্ষিরোদ সাগরের তীরে পরমেশ্বরের শক্তি জাগরণের প্রয়োজনে গীতার বাণী স্মরণ করে— "পরিত্রাণায় সাধুনাং"। পরমেশ্বরের শক্তির আকর্ষণে টাল খাওয়া গ্রহগণের টালমাটাল অবস্থা আয়ত্তে এলো। কিন্তু জনগণের লাক ফেবার করবে তো? যে ঘাট নিয়ে এত ঘোঁট সেই ঘাটের সাতলাখ ঘরে আসবে তো, না দয়াল হরি কৃপা করে লেসিকে লেস করে ঘোঁটের ফেস করবেন? অবস্থাটা খুব সরল নয়। কেননা "আগে রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর"। ঘাটের ঘোঁট, আর স্বার্থের জোট, দুটোর সংঘাত লাট খাওয়া, কোন রকমে গিঁট দেওয়া বাঁধনকে টিকিয়ে রাখবে কদিন সেটাও চিন্তনীয়। প্রথম থেকেই তো দেখে আসছি অতো আশায় কষে বাঁধা সংযুক্তি জোট এক চালেই ফৌত হয়ে সূর্য্য কেন্দ্রিক হয়ে ঘুরতে শুরু করলো। আবার সেই সূর্য্য যখনই দিক পরিবর্ত্তন করলেন তখনই তার আলোকে আলোকিত হয়ে চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সভামঞ্চ। কি আনন্দ, কি স্ফূর্ত্তি, কি জয়ধ্বনি! কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতে, একপাক ঘুরেই লাট খেল লাটাইয়ের সুতো। আবার পট পরিবর্ত্তন। যিনি লাট খেয়ে লাটিয়ে গিয়েছিলেন তিনি সূর্য্যের তেজে উঠে এসে নবরত্ন সভা নিয়ে জাঁকিয়ে বসলেন। কিন্তু অত সইলো না। শেষ পর্য্যন্ত তিনি জীবনের পাট চুকিয়ে দিয়ে অকস্মাৎ চলে গেলেন। নয় (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ট্রাক দুর্ঘটনায় মৃত ৫, আহত ১৮

অরঙ্গাবাদ : গত ২৬ জুন ফরাক্কা থেকে কলকাতাগামী একটি ট্রাক চাঁদের মোড়ের নিকট নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টিয়ে যায়। ট্রাকটিতে কয়েকজন যাত্রী ছিল। ঘটনাস্থলেই ৫ ব্যক্তি মারা যায় ও ১৮ জন আহত হয়। খবর পেয়ে সুতি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় ও স্থানীয় লোকেদের সাহায্যে আহতদের হাসপাতালে পাঠায়।

ধান বীজ শোধন প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক গনকর নিম্ন বুদ্বিয়াদি বিদ্যালয়ে আমন ধানের বীজ শোধন প্রশিক্ষণের আয়োজনে এক সভা আহ্বান করেন। সভায় আদিবাসী কৃষকদের বীজ শোধনের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি কি তা বর্ণনা করে ও ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেন মহকুমা কৃষি আধিকারিক নীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক অতুলকুমার দত্ত ও তপশীলি ও উপজাতি বিভাগের বিশেষ আধিকারিক ভোলানাথ ধর উপস্থিত ছিলেন

পরমেশ্বরের জাগরণ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

আট হয়ে দিল আঁট কমিয়ে। বাঁকা চাঁদ হেসে উঠলো। আরম্ভ হলো খেল খেলোয়াড়িকা। ঘাট হারিয়ে যিনি প্রায় লাটে উঠেছিলেন, তিনি চনমন করে উঠে বসলেন। নাট স্ক্রু ড্রাইভার হাতে নিয়ে গড়ার কাজে লাগলেন। বল্টু চায় বল্টু। নইলে নাট টাইট হয় না। বল্টু জুটতে দেরী হলো না। গেল গেল রব উঠলো গ্রহ-দেবতাদের মাঝে। রামনাম নিয়ে নিয়ে এগিয়ে এলেন কারিগর। গড়ে তুলবেন নয়া মঞ্চ অপূর্ব মুন্সিয়ানা দিয়ে। বাঁকারা হেসে উঠে এগিয়ে এলেন। কিন্তু শেষ খেল তখনও বাকি। বিপন্ন দেবকুল ছুটে এলেন অধম তারণ পরমেশ্বরের কাছে। ডাক দিলেন সমস্বরে—"জাগৃহি পরমেশ, রক্ষ মাম্, রক্ষ মাম্"। যোগনিদ্রা ভঙ্গে উঠে বসলেন তিনি। বরাভয় মুদ্রা প্রদর্শন করে যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে ডাক দিলেন বিদ্রোহী দেবকুলকে। বল্লেন "হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেবো, জনগণের কাছে আবির্ভূত হবো সুকৃত্তির ফিরিস্তি নিয়ে। বুঝে দেখো কি হবে।" ফল হলো, ঈষকামুল স্পর্শে নত হলো উদ্ধত ফণা; প্রণত হলো পরমেশের পদতলে। তিনি ভার নিলেন সকলের। শান্ত হলো বিদ্রোহ।

সি পি এমের জনসভা

ধুলিয়ান : কয়েকদিন আগে এখানে বড় তরফের মাঠে সি পি এম আহূত এক জনসভা হয়ে গেল। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদক কমঃ মধু বাগ। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুলবারি বিশ্বাস। ধুলিয়ানে সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য দূরীকরণে ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবীতেই এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাগণ পৌর নাগরিকগণকে আত্মবলে বলীয়ান হয়ে এই ব্যবস্থার প্রতিকারকল্পে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আহ্বান জানান। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকেও তাঁরা সজাগ ও তৎপর হতে আহ্বান জানান।

ছাত্রীদের পরীক্ষাকেন্দ্র জঙ্গিপুর কলেজে থাকলো

জঙ্গিপুর : কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আদেশ বলে জঙ্গিপুর কলেজের ছাত্রীদের স্থানীয় পরীক্ষা কেন্দ্র বন্ধ করে বহরমপুর গার্লস

সূর্য্যালোকে ঝলমলে হলো অন্ধকার মঞ্চ। তিনি শান্তি জল ছিটিয়ে দিলেন সকলের মস্তকে। "ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।"

অগ্রগতির পথে দৃঢ় পদক্ষেপ

জনগণের অনেক সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ফলেই পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সরকারের অষ্টম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের লগ্নে সেই সমস্ত সংগ্রামের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যেমনি বাঞ্ছনীয় তেমনি প্রয়োজন সরকারের কার্যক্রমের বাস্তব মূল্যায়ন করা।

বামফ্রন্ট সরকার নিজস্ব কর্মসূচী রূপায়ণে বর্তমান সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন।

উপর্যুপরি দু'বার জনগণের রায়ে নির্বাচিত হয়ে এই সরকার সীমিত সামর্থের মধ্যেই জনগণের সেবা করে চলেছে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের লড়াই চালানোর পাশাপাশি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের কাঠামো গঠনের লক্ষ্যে সরকার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা সম্পর্কিত পরীক্ষা নিরীক্ষা সমগ্র জাতির চোখ খুলে দিয়েছে। ভূমিসংস্কার ও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচী লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের মনে আশার স্বপ্ন জাগিয়ে তুলেছে। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন অধিকার অর্জন করতে হলে দৃঢ়ভাবে অধিকার দাবী করতে হবে।

রাজ্য সরকার তার বর্তমান সামর্থের চৌহদ্দির মধ্যেই কৃষি, সেচ এবং কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগের চেষ্টা করেছে যার দ্বারা দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষের আয় বাড়তে পারে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে বিগত কয়েক সপ্তাহে বামফ্রন্ট সরকার কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। এই সব ব্যবস্থা কর্মসংস্থান ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক রিয়াট সম্ভাবনাকে উজ্জল করে তুলেছে। ১৯৭৭ সালের পর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণিত হওয়ার ফলে শিল্প বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। পরিবহণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সাম্প্রতিক উন্নতি লক্ষণীয়।

রাজ্য সরকারের সযত্ন কর্মপ্রয়াস তফসিলী জাতি ও উপজাতি এবং হিমালয়ের পাদদেশে বসবাসকারী মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

কিছু দুর্বলতা আছে যেগুলি বামফ্রন্ট সরকার আট বছরেও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এই সমস্ত ত্রুটী দূর করার চেষ্টা অবিরত চলেছে। কিন্তু যে সুনির্দিষ্ট কৃতিত্বের দাবী বামফ্রন্ট সরকার অবশ্যই করতে পারে তা হলো এই সরকারের শাসনকালে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁদের আত্মসম্মান ও আত্মগৌরব ফিরে পেয়েছেন। এই আত্মসম্মানকে মূলধন করেই আগামী বছরগুলিতে রাজ্যের মহান গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি

কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

ফোনঃ ১১৫

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর প্লাইজ ব্রেড

মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

কলেজে নির্দ্দিষ্ট হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন, বর্তমানে তাঁদের হস্তক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ৮৬টি কেন্দ্রের মতই এই কলেজের ছাত্রীরা এই কলেজ কেন্দ্রেই বি-এ, বি-এস-সি পরীক্ষা দিতে পারবেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে

সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের

বিপুল সমাবেশ—

ধন্নালাল

মোহনলাল জৈন

জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান

জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন : ধুলিয়ানং ৫

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।

একমাত্র পরিবেশক :—

এম, এল, মুন্দ্রা

হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৫ই আগষ্ট, ১৯৮৫

মোকার্দমা নং ৩/৮১ মনিজারি

ডিক্রীদার—সরলাবালা বর্ম্মণ্যা

সাং তেঘরী

দেন্দার—সুভাষ সেন দিং সাং তেঘরী

দাবি ৩১২'২০ থানা রঘুনাথগঞ্জ

মৌজে তেঘরী ১৯০ শতকের জমা ৩৷৵১০ তন্মধ্যে ৯৯ শতকের হারাহারি জমা ১৸৵১০ খং নং ৩৪৯; দাগ নং ২৪২২, আঃ মূল্য ৩০০৲ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব।

পুলিশ হতবাক

(১ম পৃষ্ঠার পর) কোর্ট থেকে লরিটির রিলিজ অর্ডার নেন এবং মালিককেও মুক্ত করেন। পুলিশ জানায় এরপর লরির মালিককে জোর করে রঘুনাথগঞ্জে এক উকিলের বাড়িতে আটকে রাখা হয় এবং জোর করে তাঁর কাছ থেকে লরিটির 'সেল ডীড' তৈরী করে নিয়ে তাতে লরি মালিকের স্বাক্ষর নেওয়া হয়। মালিককে সঙ্গে নিয়ে উকিলেরা লরিটি সাগরদীঘি থানায় আনতে গেলে খবর পেয়ে এস ডি পি ও ওই থানায় ছুটে যান। তাঁর নির্দ্দেশে শেষ পর্যন্ত লরিটি রিলিজ করা হয় নি। এরপর লরি মালিক এস ডি পি ওর কাছে সমস্ত ঘটনা জানান এবং লরিটির কাগজপত্রও জমা দেন। জানা গেছে, লরিটি দীর্ঘদিন ধরে চোরাই মাল পরিবহণের কাজ করে আসছিল। লরিটির কাগজপত্রের সঙ্গে লাগানো নাম্বার প্লেটটিরও কোনো মিল নেই। এই দু নম্বরী কারবারের সুযোগ বুঝেই মালককে ফাঁদে ফেলে ওই আইন-জীবীরা ন্যক্কারজনক আচরণ করেছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিকে শেষ খবরে জানা গেছে, লরির মালিক ওই তিন আইনজীবীর বিরুদ্ধে সাগরদীঘি থানায় সমস্ত ঘটনা জানিয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

নয়া পুরপতি

(১ম পৃষ্ঠার পর) পদে দেবব্রত সাধুর পরিবর্তে কমিশনার রাজারাম মুন্দ্রাকে নির্বাচিত করা হবে বলে জানা গেছে। এদিকে এক সাক্ষাৎকারে নয়া পুরপতি পরমেশ পাণ্ডে জানান, পুরএলাকায় রাস্তাঘাট, ড্রেনেজ ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে কারও কোনো অভিযোগ থাকলে সরাসরি যেন তাকে জানানো হয়। শ্রীপাণ্ডে এ ব্যাপারে অতি দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন এবং নাগরিকদের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন।

পুর ফেরীঘাটে অনাচার

(১ম পৃষ্ঠার পর) বাধ্য থাকবেন। ঘাটের দুই প্রান্তে ওজন করা যন্ত্রও রাখতে হবে। পুর নিয়মে পরিষ্কার বলা রয়েছে সকাল ৬টা থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত উল্লিখিত সংখ্যক নৌকো ঘাটগুলিতে রাখতে হবে। অবশিষ্ট সময় অর্থাৎ রাত্রি ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত প্রতি ঘাটে অন্ততঃ ২ খানি করে নৌকো পারাপারের জন্য রাখতেই হবে। কিন্তু পুরসভার ওই ফেরী-ঘাট দুটিতে এইসব নিয়ম কানুনের কোনো বালাই নেই। দীর্ঘ প্রতীক্ষাতেও ঘাটে নৌকো মেলে না। ফলে সুযোগ বুঝে মানুষ-জনের পকেট কাটে ডিঙ্গি নৌকোর চালকেরা। আর পারানীর কড়ি আদায়ে জুলুমবাজীতো দুটি ঘাটেই মাত্রা ছাড়া। পুরসভা প্রদত্ত পারানীর মাশুল আদায় খালি লরি ৩ টাকা, ১ শো মন মালসহ লরি ৮ টাকা, খালি বাস ৩ টাকা, খালি ঘোড়া গাড়ি ১-৫০ টাকা, টেম্পো ২ টাকা, বোঝাই টেম্পো ৩ টাকা, খালি গরুর গাড়ি (গাড়োয়ান ও বলদসহ) ৫০ পয়সা, মোটর সাইকেল ৪০ পয়সা ইত্যাদি। কিন্তু দুটি ফেরী ঘাটেই এই হারের ৩-৪ গুণ করে পয়সা আদায় করা হচ্ছে। না দিলেই চালানো হচ্ছে জুলুম। প্রায় প্রতিদিনই এই জুলুম নিয়ে অশান্তি ঘটছে ঘাট-গুলিতে। কেউ কেউ পুরসভাকেও জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা নীরব। এবং নিস্ক্রীয়। শুধু তাই নয় ফেরী-ঘাট দুটিতে রাত্রের পরিবেশ আরও ভয়াবহ। জুয়া এবং মদের আড্ডা-খানা বীভৎস রূপ নেয় গভীর রাত্রে এই ঘাট সন্নিহিত এলাকায়। অনেকেই নিরাপত্তার অভাবে রাত্রে ঘাট পারাপারে ভীত ও সন্ত্রস্ত। দুঃখ এবং লজ্জার ব্যাপার ফেরী-ঘাটের এই সব অনাচারের কথা সকলেই জানেন। জানেন পুরসভা এবং পুলিশও। কিন্তু সবারই যেন গাঝাড়া ভাব।

ত্রুটিপূর্ণ মারকশীট

(১ম পৃষ্ঠার পর) জানানো হয়েছে। ফরাক্কা ছাড়াও অন্যান্য অনেক স্কুলে ভুলে ভরা মারকশীট এসেছে বলে জানা গেছে। এর ফলে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মনে প্রাপ্ত নম্বর সম্পর্কে সংশয় জেগেছে।

ফরাক্কা ব্যারেজ স্কুলের ফলাফল এই রকম : মোট পরীক্ষার্থী ছাত্র ৮৬, ছাত্রী ৫৭ জন। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ, কম্পারটমেনটাল এবং অকৃতকার্য যথাক্রমে ১৪ : ৮, ৩০ : ১৮ ১৯ : ২১, ১৭ : ৮, ৬ : ২ জন ছাত্র-ছাত্রী।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না।

নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ষ্টকিষ্ট : দীপককুমার আরুকিয়া

রঘুনাথগঞ্জ

C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা

ফোন : রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।